"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৬৩.২৩.০১৩.১৮- ৭৭ তারিখঃ ২১ মার্চ,২০১৯খ্রিঃ।

বিষয় : ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৯ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ২৬-০২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র : (১)কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.২৩.০০৩.১৭-১৬২, তারিখ : ২০ মার্চ,২০১৯খ্রি:।
(২) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৯-৮৩, তারিখ: ১৪ মার্চ, ২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী তাঁর প্রতিষ্ঠানে ''২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৯ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন'' এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক (১০ পাতা)

২১/৩/১৯
(প্রকৌ.মো: খুরশিদ আলম)
সহাকারী পরিচালক (পিআইইউ)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

বিতরণ :

১-৫ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

৬-৫৫ । অধ্যক্ষ, সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস/বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট/ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী/ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।

৫৬-১১৯ । অধ্যক্ষ, সকল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ।

১২০-১২৭ । আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা/সিলেট /বরিশাল / ময়মনসিংহ / রংপুর।

অনুলিপি :

১-৫ । পরিচালক (পিআইডব্লিউ/প্রশাসন/পরিঃ ও উন্নঃ/ভোকেশনাল/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬ । সহকারি সচিব (সমন্বয় শাখা) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৭ । ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ICT সেল (পত্রখানা জরুরী ভিত্তিতে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮ । প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
০৯ । মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০ । নথি।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের দপ্তর
পরিচালক
শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
প্রশাসন
ভোকেশনাল
পরিঃ ও উন্নঃ
পি,আই,ইউ
পি,আই,ডব্লিউ

AD-9 / E.O

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(সমন্বয় শাখা)
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.২৩.০০৩.১৭.১৬২

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২০ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৯ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির ২৬-০২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৯-৮৩, তারিখ: ১৪ মার্চ, ২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত কার্যবিবরণীতে বিবৃত ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৯ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট **২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৯ পালন উপলক্ষ্যে অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি নিয়ে আলোচনাক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত নম্বর ০২ ও ০৫ এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নম্বর** ০২, ১০ ও ১৮(খ) যথাযথভাবে পালন/বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(এস. এম. হুমায়ূন কবীর)
সহকারী সচিব
মোবা: ০১৭১৬৫১১৩৪৪
jstmed7@gmail.com

বিতরণ জ্যেষ্ঠতাক্রমানুসারে নয়:

১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।
৫। পরিচালক (যুগ্মসচিব), জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫) যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬) অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৯ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: এস, এম, আরিফ-উর-রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ ও সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, সকাল ১১.০০ টা

সভার স্থান: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ: পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৭৬৫ ২০/৩/১৯
সচিব

০১। সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। অতঃপর তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সভাপতি জানান, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৯ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছে। উক্ত জাতীয় কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে আরও আকর্ষণীয় ও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনের জন্য তিনি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

০২। অতঃপর সভাপতি জাতীয় কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৯ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপনের বিষয়ে অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে আগত কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৯ পালন উপলক্ষ্যে অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	জাতির উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীঃ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রেরণ করা হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান ১০-০৩-২০১৯ তারিখে এ বিষয়ে সভা আহবান করা হয়েছে।	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাণী যথাসময়ে প্রণয়ন করে যথাযথ পর্যায়ের অনুমোদন গ্রহণ করত সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ ও যথাসময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব/তথ্য মন্ত্রণালয়/বাণী প্রণয়ন সংক্রান্ত উপ-কমিটি।
০২।	স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভাঃ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যথাসময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়।	০১-০৩-২০১৯ থেকে ২৫-০৩-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল,

			জেলা প্রশাসক (সকল), প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
০৩।	গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীঃ এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিটিভি থেকে গণহত্যার দুর্লভ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়বসাইটে আপলোডের অনুরোধ জানান।	ক) সারা দেশে গণহত্যার দুর্লভ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.molwa.gov.bdওয়েব সাইটে গণহত্যা ৭১' ফোল্ডারে এতদসংক্রান্ত আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র পাওয়া যাবে। যা ডাউনলোডক্রমে প্রদর্শন করা যাবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৪।	সারা দেশে ২৫ মার্চের রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনাঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, ২৫ এবং ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বাদ যোহর মসজিদে এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে মোনাজাত/প্রার্থনার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ক) ২৫ মার্চ কালো রাত্রে এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বাদ যোহর মসজিদে এবং সুবিধাজনক সময়ে মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৫।	২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভাঃ সভাপতি জানান, ২৫ মার্চ সকাল ১০.০০ টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় ভাবে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আলোচনা সভাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দুর্যোগপূণ আবহাওয়ার কারণে অধিকাংশ সময়ে অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়না তাই এ বছর আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ক) গণহত্যা দিবস উপলক্ষে ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ বিকাল ০৩.০০ টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আলোচনা সভাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। খ) গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৬।	গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, অনুষ্ঠানটি গত বছর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গতবারের মত এবারও শিল্পকলা একাডেমীতে গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন।	ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিল্পকলা একাডেমী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৭।	সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট ০১ মিনিটের জন্য (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা/চলমান যানবাহন ব্যতীত): সভাপতি জানান, গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষ্যে আগামী ২৫-০৩-২০১৯ তারিখ রাত ০৯:০০ থেকে ০৯:০১ মিনিট পর্যন্ত ১ মিনিটের জন্য সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা/চলমান যানবাহন ব্যতীত) এর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত	ক) গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষ্যে আগামী ২৫-০৩-২০১৯ তারিখ রাত ০৯:০০ থেকে ০৯:০১ মিনিট পর্যন্ত ১ মিনিটের জন্য সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা/চলমান যানবাহন ব্যতীত) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বিষয়টি	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ডিপিডিসি, ডেসকো, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

	ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ব্ল্যাক আউট কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদানের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর কে বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ রাত্র ০৯.০০ হতে ০৯.০১ মিনিট পর্যন্ত ব্ল্যাক আউটের প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অফিসার (সকল)।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনাঃ

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	**মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশঃ** রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রেরণ করা হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে সভা আহবান করা হয়েছে। যথাসময়ে কার্যক্রম সুসম্পন্ন করতে হবে।	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাণী যথাসময়ে প্রণয়ন করে যথাযথ পর্যায়ের অনুমোদন গ্রহণ করত: সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ ও যথাসময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব/তথ্য মন্ত্রণালয়/বাণী প্রণয়ন সংক্রান্ত উপ-কমিটি।
০২।	**সাধারণ ছুটি ঘোষণাঃ** ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ ইতোমধ্যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ঐদিন সকল (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুষ্ঠান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভাপতি এ-দিনে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান।	২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তৃতা ও রচনা লেখা প্রতিযোগিতাসহ দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান করতে হবে। ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির দিনে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ জেলা প্রশাসক (সকল);
০৩ (ক)	**সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (ঐদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে):** The People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 অনুযায়ী সঠিক মানের ও রংয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলনে করণীয় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি অফিস এবং বাণিজ্যিক, আবাসিক ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসমূহে প্রচারের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	The People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রংয়ের মানসম্মত জাতীয় পতাকা উত্তোলণের জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসমূহে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ/গণপূর্ত অধিদপ্তর। জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সিটি কর্পোরেশন (সকল)/ভবন সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ভবনের মালিক।
০৩(খ)	**ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের জাতীয় পতাকা/উত্তোলনঃ** এ কর্মসূচিটি সাধারনত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল বাস্তবায়ন করে থাকে বিধায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কে এ বিষয়ে ব্যবস্থা	ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে সঠিক মাপের বৃহদাকারের বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলণের কর্মসূচি বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এবং ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

	গ্রহণের আহবান জানানো হয়।		
০৪।	**২৬ মার্চ রাত্রে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জাঃ** গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা কর্মসূচিটি গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়। বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জাকরণ কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে আহবান জানানো হয়। যে সকল ভবনে আলোকসজ্জা করা হবে তার তালিকা এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	ক) গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২৬ মার্চ রাত্রে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহ এবং সড়কদ্বীপসমূহে আলোকসজ্জা করতে হবে। খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর যে সব ভবনে আলোকসজ্জা করবে তার তালিকা আগামী ২২-০৩-২০১৯ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। গ) সরকারি ও বেসরকারি ভবন মালিকদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান/ভবন মালিক চিহ্নিত করে তাদের পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে।	বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ঢাকা, দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন, বেসরকারি ভবনের মালিক, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
০৫।	**ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনিঃ** সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিবারের ন্যায় এবারও ঢাকার পুরাতন বিমান বন্দরে তোপধ্বনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি জানান অন্যান্য বছরের মত এবছরও দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি জানান, মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। উক্ত সময়ের পূর্বের দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। সভায় এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।	ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে যথারীতি ঢাকায় তোপধ্বনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) দেশের সকল জেলা/উপজেলায় তোপধ্বনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে কোন জেলা-উপজেলায় পুষ্পস্তবক অর্পণ/তোপধ্বনী করা সমীচীন হবে না;	ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), পুলিশ সুপার (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল)।
০৬।	**সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণঃ** ৯ পদাতিক ডিভিশন এর প্রতিনিধি জানান, পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান সফল করার জন্য যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, স্মৃতিসৌধে ধারণক্ষমতা আনুমানিক ২২০০ জন হলেও মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় প্রায় ৩৫০০-৪০০০ জন লোকের সমাগম হয়। উক্ত জনসমাগম ১৮০০-২০০০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। দিবসটিতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে দিনব্যাপী কর্মসূচি থাকে.	ক)মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পুষ্পস্তবক অর্পনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। খ) স্মৃতিসৌধে আগত দর্শনার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৯ পদাতিক ডিভিশনের সাথে সমন্বয় করে মোবাইল মেডক্যাল টিম রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গ) স্থানীয় সরকার বিভাগ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌরসভার সাথে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, আবহাওয়া কালচার (গণপূর্ত বিভাগ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

	প্রয়োজন। ঢাকা-সাভার এবং ঢাকা-আশুলিয়া-সাভার রাস্তার প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সভায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অবৈধ স্থাপনা, অকেজো গাড়ী, তোরণ ইত্যাদি অপসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুষ্পস্তবক তৈরীর জন্য আরবরী কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়। বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় দর্শনার্থীদের প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য মেডিকেল টিম রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	আশুলিয়া-সাভার এই দুটি রাস্তার প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার, সড়ক দ্বীপ এবং জেব্রা ক্রসিংয়ে রং করার কাজ দিবসের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ন এসকল রাস্তায় রাস্তায় অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা, রাস্তার পাশে রক্ষিত অকেজো গাড়ী, বিপদজনক গাড়ী, তোরণ ইত্যাদি অপসারণ/সরিয়ে নিতে হবে ঙ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুষ্পস্তবক প্রস্তুত পূর্বক এসএসএফ এর নিকট নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই হস্তান্তর করতে হবে। চ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে পুষ্পস্তবক অর্পণে সহায়তা করবে। ছ) নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা-সাভার রাস্তায় পাশে তোরণ নির্মাণ পরিহার করতে হবে। যানবাহন চলাচল ও দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এরূপ ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপন করা যাবে না। জ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা ১৯৭২ অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধের পতাকার নির্ধারিত মাপ এবং রং যাতে সঠিক থাকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।	
০৭।	**বাংলাদেশ অবস্থিত বিদেশী কুটনীতিকবৃন্দের সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণঃ** বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কুটনীতিকবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়ে পূর্বেই যথাযথ কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে। বিদেশী কুটনীতিকদের সাভার স্মৃতিসৌধে নিরাপদে পৌঁছানো এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গঠিত সাব-কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, সাভার স্মৃতিসৌধে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কন্ডাকটিং অফিসার নিয়োগ এবং ৯ পদাতিক ডিভিশনের সাথে সমন্বয় করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানানো হয়।	বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কুটনীতিকবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে নিরাপদে যাতায়াতের বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উপ-কমিটির সাথে সভা করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
০৮।	**স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানঃ** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২৫-০৩-২০১৯ তারিখে সকাল ১০.০০ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান	স্বাধীনতা পদকের জন্য নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হলো।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

	করা হবে।		
০৯।	**বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশঃ** জেলা প্রশাসক ঢাকা এর প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যথাসময়ে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন। শিশু-কিশোর সমাবেশ সফল করার জন্য যথাসময়ে স্টেডিয়াম ব্যবহার করার অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।এ পর্যায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শিশু-কিশোরের সমাবেশে শিশু একাডেমীর ২০০ জন একই বয়সের শিশু একত্রে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকার প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে সমন্বয়ের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি জানান, আগত শিশু-কিশোরদের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	ক) বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। খ)জেলা প্রশাসক, ঢাকার চাহিদা মোতাবেক স্টেডিয়ামটি ব্যবহারের জন্য যথাসময়ে অনুমতি প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মসূচি মোতাবেক শিশু-কিশোর সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন সফলভাবে সম্পন্নের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ঘ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচিতে আগত শিশু-কিশোরদের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, কমিশনার, ডিএমপি, এসপি, ঢাকা।
১০।	**দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকালে কুচকাওয়াজ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানঃ** মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্য বারের মত এবারও দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে কুচকাওয়াজ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান এর ব্যবস্থা করা হবে। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকার প্রতিনিধি জানান, বর্তমানে সারা দেশে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা চলছে। মহান স্বাধীনতা দিবসে উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হবে। সভায় নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকালে কুচকাওয়াজ, ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১১	সমরাস্ত্র প্রদর্শনীঃ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান প্রতি ১(এক) বছর পর পর সমরাস্ত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, সে হিসেবে এ বছর সমরাস্ত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ২৩ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন এবং ২৬ মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদর্শনী প্রদর্শন করবেন। তিনি জানান এ বছর বিজয় দিবসে প্যারেড না হওয়ার কারণে সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর স্থান জাতীয় প্যারেড স্কয়ার ব্যবহার অনুপযোগী	সমরাস্ত্র প্রদর্শনী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর জাতীয় প্যারেড স্কয়ার ব্যবহারের উপযোগী করবে	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

১৮(খ)।	**জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজনঃ** সভায় এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যথাসময়ে এ বিষয়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।	জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৯।	**দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু সদন, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনঃ** সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, দেশের সকল জেলখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে দেশের সকল হাসপাতালে ও শিশু সদন, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান এবং শিশু দিবা যত্নকেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়।	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু সদন, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২০।	**বঙ্গভবনের (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) সংবর্ধনা অনুষ্ঠানঃ** সভায় বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানানো হয়।	বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানানো হয়	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
২১।	**চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখাঃ** সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর নির্ধারিত জাহাজ দুপুর ০২-০০ টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের নির্ধারিত জাহাজ দুপুর ০২-০০ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জনসাধারনের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এ বিষয়ে প্রচারণা করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।
২২।	**ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন রঙ্গীন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণঃ** গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, জাহাঙ্গীর গেইট থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপে জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন রঙ্গিন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন শহরে প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ	ঢাকায় জাহাঙ্গীর গেইট থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপে জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন রঙ্গিন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের অন্যান্য স্থানে প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগ কর্তৃক সজ্জিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।

১৮(খ)।	**জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজনঃ** সভায় এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যথাসময়ে এ বিষয়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।	জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৯।	**দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু সদন, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনঃ** সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, দেশের সকল জেলখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে দেশের সকল হাসপাতালে ও শিশু সদন, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান এবং শিশু দিবা যত্নকেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়।	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু সদন, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২০।	**বঙ্গভবনের (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) সংবর্ধনা অনুষ্ঠানঃ** সভায় বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানানো হয়।	বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানানো হয়	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
২১।	**চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ জনসাধারণের দর্শনের জন্য উম্মুক্ত রাখাঃ** সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর নির্ধারিত জাহাজ দুপুর ০২-০০ টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের নির্ধারিত জাহাজ দুপুর ০২-০০ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে। এ বিষয়ে প্রচারণা করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।
২২।	**ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন রঙ্গীন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণঃ** গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, জাহাঙ্গীর গেইট থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপে জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন রঙিন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানানো হয়।	ঢাকায় জাহাঙ্গীর গেইট থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপে জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন রঙিন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের অন্যান্য স্থানে প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগ কর্তৃক সজ্জিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।

	একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), কক্সবাজার, মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ পুলিশ সাংস্কৃতিক পরিষদ, ছায়ানট এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়।	কক্সবাজার, মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ পুলিশ সাংস্কৃতিক পরিষদ, ছায়ানট এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	জাদুঘর, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), কক্সবাজার, মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২৯।	ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সিনেমা হলসমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনঃ এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, দেশের সকল জেলায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অফিস রয়েছে। উক্ত অফিসসমূহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রমান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রমান্যচিত্র জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রমান্যচিত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে।	ঢাকায় বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার/সারাদেশে সিনেমা হলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। সাথে সাথে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিতঃ- ১৩/০৩/২০১৯
(এস,এম, আরিফ-উর-রহমান)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৯-৮৩

তারিখ: ৩০ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৪ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা ।
০২। সেনাবাহিনী প্রধান/নৌ-বাহিনী প্রধান/বিমান বাহিনী প্রধান, সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, ঢাকা/স্থানীয় সরকার বিভাগ/মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/নিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও ট্রান/ সমাজ কল্যাণ/বিদ্যুৎ বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা/প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস।
০৫। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত/ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/তথ্য/তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ/প্রতিরক্ষা/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/রেলপথ মন্ত্রণালয়/নির্বাচন কমিশন/নৌপরিবহন/ধর্ম/জনপ্রশাসন/স্বাস্থ্য সেবা বিভা/খাদ্য/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন/ মৎস প্রানিসম্পদ/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ/পানি সম্পদ/বেসামরিক বিমান/পল্লী উন্নয়ন ও সমায়বায় বিভাগ/ প্রথমিক গণশিক্ষা/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ//অর্থ বিভাগ/শিল্প/কৃষি/আইন ও বিচার বিভাগ/মহিলা ও শিশু/ভূমি/পাট বস্ত্র/সংস্কৃতি বিষয়ক/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ সুরক্ষা সেবা বিভাগ/যুব ক্রীড়া/শ্রম ও কর্ম সংস্থান/রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
০৬। এডজুট্যান্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা ।
০৭। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর, ঢাকা/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা(এনএসআই), ঢাকা ।
০৮। জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা ।
০৯। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন/কোষ্ট গার্ড, ঢাকা
১০। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।